A-3925

গ্রন্থাগার ★ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ★ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ★

চূড়ান্ত প্রতিবেদন
(Final Report)

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) -এর নিবিড় পরিবীক্ষণ

মোঃ রুবাইয়াৎ-উর-রহমান
ব্যক্তি পরামর্শক

জুন ২০১৪

কৃষি, পল্লী উন্নয়ণ ও গবেষণা সেক্টর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

গ্রামাঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে ৫০ লক্ষ কিউসেক পানির প্রবাহ হয় যেখানে শুষ্ক মৌসুমে মাত্র ২.৫ লক্ষ কিউসেক পানির প্রবাহ ঘটে যা বর্ষা মৌসুমের মাত্র ০৫ শতাংশ (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)। ফলে বর্ষা মৌসুমে পানির প্রাচুর্য থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে গ্রামাঞ্চলে পানির অভাব ঘটে। এসকল কারণে গ্রামাঞ্চলে বর্ষা মৌসুমের অতিরিক্ত পানি শুষ্ক মৌসুমের জন্য ধরে রাখা এবং তা সেচ কাজে ব্যবহার করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো অতি প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ গ্রামে এ ধরনের কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক খাল/বিল/হ্রদ নাই যেখানে পানি সংরক্ষণ করা যায়। সংগত কারণে গ্রামাঞ্চলের প্রবাহমান নদী বা খালে রাবার ড্যাম তৈরীর মাধ্যমে বর্ষা মৌসুমের শেষভাগে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা একমাত্র কৌশল বলে বিবেচিত হয়। এ ধরনের প্রযুক্তিগত কৌশল চীনে ব্যাপকভাবে প্রচলিত বিধায় বাংলাদেশের এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি সচরাচর ব্যবহৃত পানি নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা/স্লুইসগেট এর তুলনায় অধিক ফলপ্রসু এবং স্বল্প সময়ে সহজে নির্মাণযোগ্য। এটির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ও কম। বায়ু/পানি প্রবেশকরণ ও নির্গমনের মাধ্যমে রাবার ড্যামের উচ্চতা বাড়ানো/কমানো যায় বিধায় এটি প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বর্ষা মৌসুমে রাবার ড্যামটি নদীর তলদেশে বায়ু/পানি শুন্য করে রাখা যায় বিধায় নৌচলাচলে বাধা বা জলজ পরিবেশে কোন বিরূপ প্রভাব পড়ে না।

টার্মস অফ রেফারেন্স মোতাবেক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, শস্য বহুমুখীকরণ, রাবার ড্যাম তৈরীর মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, টেকসই পানি ব্যবস্থাপনায় WMCA (Water Management Co-operative Association)-এর কার্যকারিতা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন-এ প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণ করা। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/নির্মাণাধীন বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামোর গুণগত মান যাচাই এবং ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়াদি পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা, তার পর্যালোচনা করা। এছাড়া বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামোর স্থান নির্বাচনের (site selection) যথার্থতা, ভাটি অঞ্চলে পলি জমার কারণে সৃষ্ট প্রভাব এবং বিভিন্ন ধরনের প্রর্দশনী ও মাঠদিবসের কার্যকারিতা নিরুপণ করা।

উল্লিখিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন কর্মপদ্ধতি আইএমইডির সঙ্গে আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। জরিপের সূচক নির্বাচন, জরিপের উত্তরদাতা নির্বাচন পদ্ধতি, জরিপের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি ও প্রশ্নমালা ব্যবহারের কৌশলপদ্ধতি, জরিপের পরিকল্পনা, সংগৃহীত তথ্যের ব্যবস্থাপনা ও পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি সকল বিষয় আইএমইডি সঙ্গে আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে নিবিড় পরিবীক্ষণের কাজটি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও চাহিদার প্রয়োজনে সংখ্যাগত জরিপ ও গুণগত জরিপের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রতিটি রাবার ড্যাম সংশ্লিষ্ট এলাকায় ২০ জন সুবধাভোগী কৃষক ও ১০ জন সুবিধা বর্হিভূত কৃষক অর্থাৎ মোট ৩০ জন কৃষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র পূরণের দ্বারা সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি রাবার ড্যাম এলাকায় সুবিধাভোগী/স্থানীয় কৃষক, এলাকার শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে একটি করে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন এমন কৃষক, এলাকার শিক্ষক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সঙ্গে মোট ০২টি নিবিড় সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করার মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, রাবার ড্যাম নির্মাণের ফলে প্রাপ্ত সেচ সুবিধা ব্যবহার করে ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রদানের হার এলাকা/ড্যাম বিশেষে ১৩% (শ্রীমঙ্গলে) থেকে ১৩৭% (ফটিকছড়ি) পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। সেচ এলাকা ড্যাম বিশেষে ৬২% (ফটিকছড়ি) হতে ১৮৮% (শ্রীমঙ্গল) পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। সেচের নিবিড়তা এলাকা/ড্যাম বিশেষে ১৩% (ফটিকছড়ি) হতে ৩২% (হালুয়াঘাট) পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ফসলি জমির পরিমান এলাকা/ড্যাম বিশেষে ১৫% (শ্রীমঙ্গল) হতে ২১% (ফটিকছড়ি) পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট উৎপাদন এলাকাভেদে ৩০% (শ্রীমঙ্গলে) হতে ৬৮% (ফটিকছড়ি) পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। রাবার ড্যামসমূহ স্থাপনের ফলে এলাকায় কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া পার্শ্ববর্তী এলাকায় কৃষিযন্ত্র মেরামত, পাম্প অপারেটর, নির্মাণ কাজ, মাটি কাটা ইত্যাদি নানামুখী কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কৃষি নির্ভর ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার ঘটেছে।

বোঁচাগঞ্জ, দিনাজপুর; দিনাজপুর সদর; হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট; পাটগ্রাম, লালমনিরহাট ও নকলা, শেরপুর এর পাঁচটি রাবার ড্যামের নির্মাণ কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। যেহেতু এই রাবার ড্যামগুলো এখনো নির্মাণাধীন তাই কৃষক এর সুফল এখনো পেতে শুরু করেনি। আপাততঃ এই জরিপের মাধ্যমে নিমার্ণাধীন রাবার ড্যামগুলোর কোন প্রভাব নির্ণয় সম্ভব হয়নি। তবে এই জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ভবিষ্যতে ঐ সকল রাবার ড্যামের আওতাভূক্ত এলাকার কৃষি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর সংশ্লিষ্ট ড্যামের প্রভাব সঠিকভাবে নির্ণয়ে সহায়তা করবে। আশা করা যায়, এই রাবার ড্যামগুলোর নির্মাণ সম্পন্ন হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে।

সরেজমিনে পরিদর্শনকালে রাবার ড্যাম নির্মানের গুণগতমান মান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মাণকালে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মাণসামগ্রীর (সিসি ব্লক ও নির্মাণকাজে ব্যবহৃত রড) পরীক্ষণ ফলাফল সংগ্রহ করা হয় এবং তা বিশ্লেষণপূর্বক মতামত প্রতিবেদনে প্রদান করা হয়। পরিদর্শনকালে পরামর্শক নির্মাণাধীন রাবার ড্যাম সমূহের কাজে ব্যবহৃত মালামালসমূহ পর্যবেক্ষন ছাড়াও নির্মাণকাজসমূহ সুনির্দিষ্ট ড্রয়িং, ডিজাইন অনুয়ায়ী হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করেছেন। সামগ্রিকভাবে রাবার ড্যাম সমূহের নির্মাণকাজ সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

এছাড়া প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া (দরপত্র আহবান, গ্রহণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন, কার্যাদেশ প্রদান ও চুক্তি সম্পাদন) এর পরীক্ষাকরণ এবং পিপিআর ২০০৮ আলোকে ক্রয় পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে কি না তা পর্যালোচনা করেছেন। এ বিষয়ে কোন ধরনের ব্যতয় পরিলক্ষিত হয় নাই অর্থাৎ পিপিআর ২০০৮ এর আলোকে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

পরিদর্শনকালে রাবার ড্যাম নির্মাণের ফলে পরিবেশের উপর প্রভাব পরিমাপ করার চেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে দেখা গিয়েছে যে সুবিধাভোগী কৃষকগণ রাবার ড্যামের উজানে সম্পূর্নরূপে প্রবাহমান পানি আটকানোর চেষ্টা করে যা ভাটি অঞ্চলে জলজ প্রাণী ও পরিবেশের ক্ষতির আশংকা সৃষ্টি করে। তবে ভাটি অঞ্চলের কৃষকদের জন্য সব সময় কিছু পরিমাণ (আনুমানিক ৩০-৪০%) পানি ছাড়ার/প্রবাহের ব্যবস্থা করা হলে ভাটি অঞ্চলে জলজ প্রাণী ও পরিবেশের ক্ষতির আশংকা থাকবে না।

অধ্যায়-৩: উপসংহার ও সুপারিশমালা

৩.১ উপসংহার

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, শস্য বহুমুখীকরণ, রাবার ড্যাম নির্মানের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, টেকসই পানি ব্যবস্থাপনায় WMCA-এর কার্যকারিতা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন-এ ''খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

রাবার ড্যাম নির্মানের প্রাপ্ত সেচ সুবিধা ব্যবহার করে ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রদানের হার বৃদ্ধি হয়েছে। রাবার ড্যামে সংরক্ষিত পানির সাহায্যে সেচকাজ পরিচালনায় সেচ এলাকা ও সেচের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাবার ড্যাম এলাকায় সুবিধাভোগী কৃষকের এক ফসলী ও দুই ফসলী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে স্থানীয় কৃষকদের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট উৎপাদন এলাকাভেদে ৩০% (শ্রীমঙ্গলে) হতে ৬৮% (ফটিকছড়ি) পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। রাবার ড্যামসমূহ স্থাপনের ফলে এলাকায় কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া পার্শ্ববর্তী এলাকায় কৃষিযন্ত্র মেরামত, পাম্প অপারেটর, নির্মাণ কাজ, মাটি কাটা ইত্যাদি নানামুখী কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কৃষি নির্ভর ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার ঘটেছে।

বোঁচাগঞ্জ, দিনাজপুর; দিনাজপুর সদর; হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট; পাটগ্রাম, লালমনিরহাট সদর ও নকলা, শেরপুর এর পাঁচটি রাবার ড্যামের নির্মান কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। যেহেতু এই রাবার ড্যামগুলো এখনো নির্মানাধীন তাই কৃষক এর সুফল এখনো পেতে শুরু করেনি। ফলে এই জরিপের মাধ্যমে উক্ত রাবার ড্যামগুলোর কোন প্রভাব নির্ণয় সম্ভব হয়নি। তবে, এই জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ভবিষ্যতে ঐ সকল রাবার ড্যামের আওতাভূক্ত এলাকার কৃষি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর সংশিষ্ট ড্যামের প্রভাব সঠিকভাবে নির্ণয়ে সহায়তা করবে। আশা করা যায়, এই রাবার ড্যামগুলোর নির্মান সম্পন্ন হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক উন্নতি সাধিত হবে।

সরেজমিনে পরিদর্শনকালে রাবার ড্যাম নির্মানের গুণগতমান মান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত রাবার ড্যামসমূহের নির্মাণকালে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মাণ সামগ্রীর (সিসি ব্লক ও নির্মাণকাজে ব্যবহৃত রড) পরীক্ষণ ফলাফল সংগ্রহ করা হয় এবং তা বিশ্লেষনপূর্বক মতামত প্রতিবেদনে প্রদান করা হয়। পরিদর্শনকালে নির্মাণাধীন রাবার ড্যাম সমূহের কাজে ব্যবহৃত মালামাল সমূহ পর্যবেক্ষন ছাড়াও নির্মানকাজ সমূহ সুর্নিদিষ্ট ড্রয়িং, ডিজাইন অনুয়ায়ী হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করা হয়। সামগ্রিকভাবে রাবার ড্যাম সমূহের নির্মানকাজ সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

এছাড়া ভৌত অবকাঠামো ক্রয় প্রক্রিয়া (দরপত্র আহ্বান, গ্রহন, মূল্যায়ন, অনুমোদন, কার্যাদেশ প্রদান ও চুক্তি সম্পাদন) এর পরীক্ষাকরণ এবং পিপিআর ২০০৮ আলোকে ক্রয় পদ্ধতি গ্রহন করা হয়েছে কি না তা পর্যালোচনা করেছেন। এ বিষয়ে কোন ধরনের ব্যতয় পরিলক্ষিত হয় নাই অর্থাৎ পিপিআর ২০০৮ এর আলোকে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়া পরিদর্শনকালে রাবার ড্যাম নির্মানের ফলে পরিবেশের উপর প্রভাব পরিমাপ করার চেষ্টা গ্রহন করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে দেখা গিয়েছে যে সুবিধাভোগী কৃষকগণ রাবার ড্যামের উজানে সম্পূর্নরূপে প্রবাহমান পানি আটকানোর চেষ্টা করে যা ভাটি অঞ্চলে জলজ প্রাণী ও পরিবেশের ক্ষতির আশংকা সৃষ্টি করে। অপরদিকে কোন কোন রাবার ড্যামের উজানে নদী তীর সংরক্ষনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন না করায় পরিবেশের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে রাবার ড্যাম নির্মানের ফলে উজান অঞ্চলের জলজ পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্রের উন্নয়ন হবে বলে আশা করা যায়।

৩.২ সুপারিশমালা

এই প্রতিবেদনে ১০ জেলার ১০ উপজেলায় নির্মিত/নির্মাণাধীন রাবার ড্যাম সাইটের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ফলাফল ও আলোচনা অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনার পাশাপাশি আলাদাভাবে সুপারিশ করা হলেও নিম্নে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন সুপারিশ করা হলোঃ

৩.২.১ রাবার ড্যাম পরিচালনার জন্য প্রণীত নীতিমালায় ভাটি অঞ্চলের কৃষকদের জন্য সব সময় কিছু পরিমান (আনুমানিক ৩০-৪০%) পানি ছাড়ার/প্রবাহের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হল অর্থাৎ শুষ্ক মৌসুমে রাবার ড্যাম এর উচ্চতা এমন ভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন ভাটি অঞ্চলের কৃষক/জনগন নদীর পানি ব্যবহারে বঞ্চিত না হয়। এতে ভাটি অঞ্চলে জলজ প্রাণী ও পরিবেশের ক্ষতির ঝুকি হ্রাস পাবে এবং যেকোন ধরনের সামাজিক কোন্দল এড়ানো সম্ভব হবে।

৩.২.২ রাবার ড্যাম নির্মানের ডিজাইন ও ড্রয়িং প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট খাল/নদীর উজানে খাল/নদী তীরের মাটির গুণাগুন অনুযায়ী তীর সংরক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা হল। এ সংক্রান্ত ব্যয় বিবেচনা করেই রাবার ড্যাম নির্মানের ব্যয় নির্ধারনের সুপারিশ করা হলো।

৩.২.৩ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (WMCA) কে অধিক কার্যকর করার উদ্দেশ্য সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা ও কর্মপরিধি বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশ করা হল।

৩.২.৪ রাবার ড্যাম নির্মাণ পরবর্তী সময়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (WMCA) সদস্য এবং স্থানীয় কৃষকদের কৃষি উৎপাদন কৌশল, পানি ব্যবস্থাপনা, মৎস্য চাষ, বনায়ন ও তহবিল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা হল।

৩.২.৫ স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সঙ্গে আলোচনাক্রমে রাবার ড্যাম এলাকায় উচ্চ ফলনশীল ও অর্থকরী ফসলের প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে এলাকার কৃষকদেরকে আরো উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

৩.২.৬ স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সঙ্গে আলোচনা ক্রমে রাবার ড্যাম এলাকায় নিকটবর্তী বাজার এলাকায় শস্য মৌসুমে সারের যোগান নিশ্চিত করা / সারের ডিলার নিয়োগের সুপারিশ করা হল।

৩.২.৭ কোন কোন রাবার ড্যামের পাশেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিদ্যমান। বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে রাবার ড্যামের পাম্পটি পরিচালনা করা গেলে পরিচালনা খরচ অনেক কম হবে। এই বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ গ্রহনের জন্য সুপারিশ করা হল।

৩.২.৮ চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় হালদা নদীতে রাবার ড্যাম নির্মানের ফলে সৃষ্ট বির্তক নিরসনে জাতীয় পর্যায়ে গঠিত "হালদা নদীর জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি" এর সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহন করার সুপারিশ করা হলো।

৩.২.৯ পরিদর্শনকালে, বিশেষত নকলায় বিভিন্ন ভৌত নির্মানে নিম্নমানের নির্মান সামগ্রী ব্যবহার করতে দেখা যায়। নিম্নমানের নির্মান সামগ্রী ক্রয় ও ব্যবহাররোধে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের নিবিড় তদারকি এবং নিম্নমানের নির্মান সামগ্রী পরিবর্তনের সুপারিশ করা হল।

৩.২.১০ রাবার ড্যাম নির্মানের ফলে ক্ষতিগ্রস্থদের (যদি হয়) উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হল।

৩.৩ ভবিষ্যত সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহনের ক্ষেত্রে সুপারিশ।

৩.৩.১ প্রাকৃতিক খাল ও নদীসমূহের ড্যাম নির্মানের মাধ্যমে পানি সংরক্ষন করা ও উক্ত পানি সেচ কাজে ব্যবহার করা একটি আধুনিক ও নমনীয় পদ্ধতি। ফলে খড়াপীড়িত অঞ্চল সমূহে প্রাকৃতিক খাল ও ছোট ছোট শাখা নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপন করা যেতে পারে।

৩.৩.২ রাবার ড্যাম নির্মানের স্থান নির্বাচন করার পূর্বে স্থানীয় কৃষক/জনগণসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহন করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এরূপ কার্যক্রম গ্রহনের ক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষক/জনগনের মতামতের প্রতিফলন ঘটে এমন এবং প্রকৌশলগতভাবে ত্রুটিমুক্ত স্থানে রাবার ড্যাম স্থাপন করা যেতে পারে।

৩.৩.৩ রাবার ড্যাম নির্মানের স্থান নির্বাচনের সময় স্থানীয় কৃষকদের সমন্বয়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (WMCA) গঠন এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (WMCA)-এর সুপারিশের ভিত্তিতে রাবার ড্যাম নির্মানের স্থান নির্বাচন করার সুপারিশ করা হল। সেক্ষেত্রে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে স্থানীয় কৃষকদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা যাবে।

৩.৩.৪ সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকার সকল স্টেকহোল্ডার বিশেষ করে কৃষক, মাঝি, জেলে সহ অন্যান্য শ্রেণীপেশার জনগণের মতামত গ্রহনের সুপারিশ করা হল।

৩.৩.৫ রাবার ড্যাম ও সমজাতীয় প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ফিজিবিলিটি স্টাডি ও নিবিড় জরিপ (বেইজলাইন সার্ভে) সম্পন্ন করতে হবে, যাতে পরবর্তীতে ঐ এলাকায় ড্যামের প্রভাব সঠিকভাবে নিরূপন করা সম্ভব হয়।